19 FEB

একুশের চেতনাবঞ্চিত শিক্ষার্থীরা

মেহেরপুর, সখীপুর ও তাড়াইল প্রতিনিধি

মেহেরপুর 'জেলার ৬১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১১১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই কোনো শহীদ মিনার। অথচ ভাষা আন্দোলনে মেহেরপুরের ছাত্রদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তবে ভাষা আন্দোলনে শহীদ ড. সামসুজ্জোহার নামে শহরের প্রাণ কেন্দ্রে একটি পার্ক আছে। ১৯৫৪ সালে শহীদ দিবস পালন করার অপরাধে মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭ ছাত্রকে রাজটিকিট দেয়া হয়। এ বিদ্যালয়টিতেও কোনো শহীদ মিনার নেই। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে একটি শহীদ মিনার তৈরি করা হলেও সেটিকে ভেঙে ফেলে সেখানে সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ফুলের বাগান তৈরি করা হয়েছে। পরে আর শহীদ মিনার নির্মাণ হয়নি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকরা জানান, শিক্ষা বিভাগ শহীদ মিনার নির্মাণের আদেশ দিয়েছেন কিন্তু শহীদ মিনার নির্মাণের সরকারি কোনো বাজেট না থাকায় আদেশ বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে না। মেহেরপুর জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সুভাষ চন্দ্র গোলজার জানান, জেলায় স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা মিলে ১৬১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মাত্র ৫০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার আছে। জেলার প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে শহীদ মিনার নির্মাণের জন্য লিখিত আদেশ দেয়া হয়েছে।

মেহেরপুর, সখীপুর ও তাড়াইলের ৩১৮ বিদ্যালয়ে শহীদ মিনার নেই

এদিকে টাঙ্গাইলের সখীপুর উপজেলায় ১৪৭টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৩৯টিতেই শহীদ মিনার নেই। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবসসহ গুরুত্বপূর্ণ দিবসগুলো পালনে তাদের কোনো আগ্রহ নেই। শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা অন্যান্য ছুটির দিনের মতোই কাটিয়ে দেয় এ দিনটি। ফলে দেশ ও একুশের চেতনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে ওই ১৩৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশু শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়নরত প্রায় দেড় লক্ষাধিক শিক্ষার্থী। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, উপজেলায় মাত্র ৮টি বিদ্যালয়ে শহীদ মিনার আছে। একাধিক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, একুশে ফেব্রুয়ারি, বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস কী, এটি কীভাবে পালন করতে হয় এ সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না। এমনকি তারা কখনও শহীদ মিনারে ফুলও দিতে যায়নি।উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আমিনুল হক যুগান্তরকে বলেন, সরকার পৃষ্ঠপোষকতা করলেই শহীদ মিনার নির্মাণ করা সম্ভব।

অপরদিকে কিশোরগঞ্জের তাড়াইল উপজেলার ৭০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৬৮টি বিদ্যালয়ে শহীদ মিনার নেই। এসব বিদ্যালয়ে প্রায় ১৮ হাজার শিক্ষার্থী রয়েছে। এ কারণে এসব বিদ্যালয়ের কোমলমতি শিক্ষার্থীরা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও মহান একুশে ফেব্রুয়ারিতে ভাষার দাবিতে জীবন উৎসর্গকারী শহীদদের স্মরণে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। শহীদ মিনার না থাকায় শিক্ষার্থীরা '৫২-র ভাষা আন্দোলন এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও মহান একুশে ফেব্রুয়ারির গুরুত্ব সম্পর্কে সঠিক ধারণা নিতে পারছে না।উপজেলার ইছাপশর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থী মো. তেফায়েল আহম্মেদ জানায়, টিভিতে দেখি একুশে ফেব্রুয়ারিতে শহীদ মিনারে ফুল দেয়া হয়। আমাদের স্কুলে শহীদ মিনার নাই। তাই একুশে ফেব্রুয়ারিতে আমরা ফুল দিতে পারি না। একই কথা জানায়, মেছগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থী শান্তা আক্তার। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. মফিজুল হক বলেন, প্রধান শিক্ষকদের বলেছি, স্থানীয়ভাবে অর্থায়নের মাধ্যমে শহীদ মিনার তৈরির চেষ্টা করতে।